1) **Critically discuss the principal features of the Mansabdari System. Trace the evolution of the Mansabdari System from Akbar to Aurangazeb.**
2) **Analyse the functions and responsibilities of the mansabdars during Mughal rule? What was their significance in mughal bureaucracy?**

--- by Kaushik Ghosh

ভূমিকা: মুঘল আমলের প্রশাসনিক পদবিন্যাসের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হল মনসবদারী ব্যবস্থা । মনসবদারী প্রথার উদ্ভব মধ্য এশিয়ায় হলেও আকবর বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের পর রাজকীয় সেবার ঐতিহ্য গঠনে যে কর্মসূচি নেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মনসবদারী ব্যবস্থা বিকশিত হয়। মনসব শব্দটির অর্থ হল পদমর্যাদা। একজন মনসবদার ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক গোষ্ঠীর একক এবং সামরিক ও বেসামরিক এই দুই ধরনের দায়িত্বই পালন করতে হত।

উৎস: আকবরের সমকালীন ও তাঁর পরবর্তীকালে মনসবদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে গেলে প্রধান তথ্যসমুহ হল আবুল ফজলের আইন ই আকবরী, আব্দুল হামিদ লহরীর পাদশাহনামা, কফি খানের মুলতাখাব উল লুবাব, মুস্তাদ খান মাসীর ই আলমগীরি, নিজামউদ্দিন এর তবকাৎ ই আকবরী ইত্যাদি। মনসবদারী প্রথা নিয়ে গবেষণা করেছেন W H Moreland , William Irvin। এছাড়া Abdul Aziz, M Athar Ali, Shreen Moosvi, Irfan Habib এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য ।

উদ্ভব: মনসবদারী ব্যবস্থার উদ্ভবনের কৃতিত্ব আকবরের একার নয়। Abdul Aziz এর মতে আকবর মনসবদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় তুর্কো আফগান যুগে প্রচলিত সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তুর্কো আফগান যুগে দশমিক(Decimal system) ব্যবস্থা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী সংগঠিত হত। চেঙ্গিস খানের মোঙ্গোল বাহিনীতেও Rank System প্রচলিত ছিল। বারানীর লেখা থেকে জানা যায় যে দিল্লি সুলতানি যুগে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের দেওয়ান-ই-আর্জ বিভাগ থেকে বেতন দেওয়ার প্রথা চালু ছিল।

আকবরের পূর্ববর্তী অবস্থা: বাবর তাঁর দখলীকৃত অংশকে তিমুরিদ, উজবেক, আফগানদের কে 'ওয়াজ' দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা 'ওয়াজদারী' ব্যবস্থা নামে পরিচিত। হুমায়ূন তার রাজ্যের অধিবাসীদের তিনভাগে ভাগ করেছিলেন (উমারা, উজীর যারা আহলি দৌলতে এবং আহলি মুরা)। Shreen Moosvi তাঁর The Evolution of the "Manṣab" System under Akbar Until 1596-97 প্রবন্ধে বলছেন যে হুমায়ূন তাঁর অভিজাতদের 12 টি স্তরে শ্রেণীবিভাগ (একে তীর বলা হত) করে মাহিনা দিতেন। এই শ্রেণীতে বাদশাহ থেকে দ্বাররক্ষী সবাই ছিল।

আকবরের সময় মনসবদারী ব্যবস্থার উদ্ভব: মনসবদারী ব্যবস্থায় মূল দুটি প্রধান অংশ ছিল জাট ও সওয়ার । কিন্ত এই দুই অংশ ঠিক কবে থেকে শুরু হয় বা সংখ্যাভিত্তিক পদানুক্রম সূত্রপাত কবে থেকে ঘটে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। W.H. Moreland এবং Abdul Aziz দুজনেই মনে করেন আকবরের আগে একটিমাত্র সংখ্যাগত একক ছিল । Moreland বলছেন আকবরের রাজত্বের একাদশতম বছরে সওয়ার পদটি নিয়ে আসেন। A.J. Qaisar তাঁর Note on the date of institution of Mansab under

Akbar প্রবন্ধে বলছেন আকবরের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরে জাট ও সওয়ার দুই পদমর্যাদা তৈরি হয়। Irfan Habib বলছেন বদাউনি ও মুতামৎ খানের রচনায় তাই আমরা অষ্টাদশ বছরের আগে কোন উল্লেখ পাই না।

আকবরের রাজত্বকালে: Shreen Moosvi তাঁর উপরোক্ত গবেষণা পত্রটি তে সমগ্র আকবরের সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করছেন। আকবরের প্রথম দশক পর্যন্ত মনসবদারদের মাহিনা ইচ্ছামত ঠিক করা হত। প্রাপ্ত অর্থ ও ঘোড়সওয়ার এর মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য ছিল না। শামসুদ্দিন আটকা খান আকবরের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে এই অনিয়ম বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে 1566-67 সালে অর্থাৎ একাদশ বছরে যখন মনসবদারদের জায়গীর অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে জায়গীর থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করার কথা বলা হয়। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে অর্থাৎ 1573-74 সালে। এই সময় মনসবদারী ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং প্রদান করা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে মাহিনা ও ঘোড়সওয়ার ঠিক করা হত। এক্ষেত্রে যে আগাম অর্থ প্রদান করা হত তাকে বারওয়ার্দি বলে। Irfan Habib মনে করেন ঘোড়াতে দাগ দেবার পরই বারওয়ার্দি ঠিক করা হত। আইন ই আকবরী থেকে পরিষ্কার যে আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে দাগ প্রথার সূচনা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য একটি বিষয় হল আইন ই আকবরী তে এমন অনেক সংখ্যাগত পদাধিকারী মনসব এর নাম পাওয়া যায় যারা 1573 এর আগেই মারা গেছেন (বৈরাম খান, তার্দি বেগ)। Qaisar নিজামুদ্দিন এর রচনা পর্যালোচনা করে বলছেন আবুল ফজলের দেওয়া মনসবদারদের তালিকাটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আবুল ফজলের কাজ ছিল আকবরের রাজত্বের 40^{th} বছর পর্যন্ত সমস্ত মনসবকে নথিভুক্ত করা তাই অনেকেকে তিনি মৃত্যু পরবর্তী এই তালিকায় নিয়ে আসেন। বিষয়টি সমর্থন করে Shreen Moosvi পর্যালোচনা করে বলছেন 1595-96 পর্যন্ত একটি মাত্র Consolidated Rank ছিল। পৃথক জাট সওয়ার ছিল না। চতুর্থ পর্বে অর্থাৎ 1595-96 সালে আকবর মনসবদারদের তিনটি ভাগে ভাগ করেন – ঘোড়সওয়ার বা সওয়ার এর সংখ্যা জাট এর সমান, যাদের সওয়ার জাটের অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি এবং তৃতীয়ত সওয়ারের সংখ্যা জাটের অর্ধেকের কম। এই দুই পৃথক সংখ্যা এই সময় থেকে শুরু হয়। Wiliiam Irvin মনে করেন এই দুই সংখ্যার মানে মনসবদারদের দুদল ঘোড়সওয়ার রাখতে হত। কিন্ত Athar Ali মনে করেন জাট কোন মনসবদারকে একটি নির্দিষ্ট জায়গা দিত ও সেই অনুযায়ী বেতন পেত। দ্বিতীয় সংখ্যাটি বোঝায় মনসবদার কত সংখ্যক ঘোড়সওয়ার রাখবে।

আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী আকবর মনসবদারদের 66 টি স্তরে ভাগ করেন। সওয়ার সংখ্যা অনুযায়ী ঘোড়সওয়ার রাখার কতকগুলো স্তরভেদ ছিল তা আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার নয়। তবে আকবর মনসবদারী ব্যবস্থায় দাগ ও চেহারা প্রথা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং ঘোড়সওয়ার পিছু দিগুন ঘোড়া রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মনসবদারদের দুডাবে বেতন দেওয়া হত। যারা নগদে অর্থ পেত তারা নগদী মনসবদার ও যারা জমির রাজস্বের মাধ্যমে বেতন পেতেন তারা জায়গীরদার নামে খ্যাত ছিল। একশ থেকে চারশ পর্যন্ত পদাধিকারীকে বলা হত মনসবদার, পাঁচশ থেকে আড়াই হাজারকে বলা হত আমীর, আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজারকে বলা হত আমীর ই উমদা। আকবরের সময় সাতহাজারী মনসবদারের কথাও পাওয়া যায় যেমন মানসিংহ, মির্জা আজিজ কোয়া। আকবরের সময় মনসবদার পদ একটি নির্দিষ্ট পরিবারের (কাছোয়া) হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনিরুদ্ধ রায় বলছেন যে মুঘলরা পদ নিয়োগে পারসিক ও সাদা মানুষদের বেশি পছন্দ করতেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে: জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মনসবদারী ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই সংস্কার দো-আসপা সি-আসপা নামে পরিচিত ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে অতিরিক্ত ঘোড়ার জরুরি ছিল। তাই জাটের পরিবর্তন না করে সওয়ারের একটি নির্দিষ্ট অংশকে দো-আসপা সি-আসপা নিয়মে বৃদ্ধি করা হত। Irfan Habib তাঁর "The Mansab System 1595-1637" প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন 1615 সাল পর্যন্ত পদের সংখ্যা দিগুন হয় এবং 1615-32 সালের মধ্যে জাট পদের সংখ্যা 1/3 হয়। অন্যদিকে 1605-1621 সাল পর্যন্ত সওয়ার সংখ্যা 2/3 বেড়ে যায় এবং 1637 সাল পর্যন্ত সংখ্যা অর্ধেক বেড়ে যায়। ফলত মুঘল অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার জন্য 1616 সওয়ার এককের মাহিনা 9600 থেকে কমে হয় 8800 দাম এবং 1618-1630 সাল পর্যন্ত জাট পদের মাহিনা কমে। Habib এর মতে একদিকে মনসবদারদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি মাহিনাও কমছে এবং সেই সঙ্গে তাদের দায়িত্বও কমছে। কিন্তু সেই সময়ে মনসবদারদের যে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবার অন্যতম কারণ ছিল হাবিবের মতে মূল্যবৃদ্ধি।

শাহজাহানের রাজত্বকালে: হাবিব তাঁর গবেষণায় এটা পরিষ্কার করেছেন যে এর ফলে শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দুশকে প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছিল। Athar Ali মনে করেন শাহজাহান জমা ও হাসির মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে মনসবদার দে মাসিক বেতন চালু করেন। শাহজাহান রাজত্বের 27 তম বছরে একটি ফরমান জারি করেন যেখানে বলা হয়েছিল মনসবদার মাসের সংগ্রহ করবে তত মাসের জন্য নিয়োগ করবে। নগদ টাকায় যারা মাহিনা পেতেন তারা আট মাসের বেশি পাবে না বা চার মাসের কমও পাবে না। শাহজাহানের সময় শহরের মাহিনা নির্ধারিত হয় 8000 দামে। মনসবদারি ব্যবস্থায় জটিলতা নিরসনের জন্য শাহজাহান উপরোক্ত ফরমানে একটি সারণির মাধ্যমে মনসবদার এর সওয়ার পিছু বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। এই সময় ঠিক হয় একজন মনসবদার তার প্রাপ্ত জায়গীর যেখানে পেয়েছেন সেখানে তার ঝাঁটের 1/3 অংশ সওয়ার রাখতে হবে এবং তিনি যদি ওই এলাকায় অবস্থান না করেন তাহলে জাটের 1/4 সওয়ার রাখতে পারবে অপরদিকে বলখ বা সমরখন্দ মত দূরদেশে অভিযানে গেলে এক পঞ্চমাংশ ঘোড়সওয়ার রাখতে পারবে। শাহজাহানের সময় থেকে মনসবদার দের মাহিনার একটি অংশ ($1/4^{th}$) কাটা ক্ষত সম্রাটের পশুদের খরচের জন্য একে বলা হতো খোরাক ই দাওয়াব।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে: ঔরঙ্গজেব রাজত্বকালে জায়গিরদারী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংকট প্রকটিত হয়। 1669 খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব রাজকীয় তথ্য সংগ্রহের বন্ধ করে দেওয়ার ফলে রাজত্বকাল সম্পর্কে তথ্য অপর্যাপ্ত। 1595-1656 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেখানে জমার পরিমাণ ছিল 13 কোটি দাম ঔরঙ্গজেবের আমলে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 22.8 কোটি দাম। তাছাড়া তাঁর সময় 500 উর্ধ্বে মনসবদারদের সংখ্যা 123 থেকে বেড়ে দাঁড়ায় 518 জন। তাঁর সময়ে মনসবদারদের মাসিক বেতন হ্রাস করা হয়। ইরফান হাবিব এর মতে 1640 এর পর থেকে মনসবদারদের ওপর বেশ কয়েকটি নতুন কর আরোপ করা হয় যথা ইরমাস (সামগ্রিক বেতনের 1/12 অংশ), চৌথ-ই-খাস (জাট থেকে ইরমাস বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশের ¼ অংশ), রসদ-ই-খোরাক-ই-ফিলান (400 মনসবদারদের বেতনের 5.4%) প্রভৃতি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল দাগ ও চেহারা নিয়ম পাকাপাকি হয়। আমলাদের কাছ থেকে নগদী মনসবদাররা বছরে বছরে এবং জায়গীরদার একবার ছাড়পত্র নিতেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে যখন সম্রাট কোন বিশেষ মনসবদারকে বিশেষ পদে নিয়োগ করতে চাইলে তার সওয়ার পদমর্যাদা বিশেষ সময়ের জন্য বাড়িয়ে দেয়া হত একে মাসরুত প্রথা বলা হয়। 1666 খ্রিস্টাব্দে ফরমান জারি করে তিনি বলেন উত্তরাধিকারী না রেখে কোন অভিজাত মারা গেলে তার সম্পত্তি বাইত-উল-মূলে যাবে সরকারি পাওনা কেটে নেবার পর 1691 সালে একটি ফরমান

জারি করে বলা হয় সরকারি আমলারা এরকম কোন ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবেনা যার উত্তরাধিকারী সরকারি কাজে লিপ্ত কারণ ওকে মুতালিব দিতে বলা যেতে পারে। মানুচ্চি উল্লেখ করছেন যে ঔরঙ্গজেব নিজেই আইন ভেঙে মথুরার ফৌজদার আব্দুর নবী খান মারা গেলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় সপ্তদশ শতকে মুঘল অর্থনীতি সংকট প্রকটিত হয় ও মুদ্রাস্ফীতি প্রবল আকার ধারণ করে রৌপ্যমুদ্রার ঘাটতি দেখা যায় ও কৃষি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় গভীর সংকট। ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্য মনসবদাররা তাদের জীবনযাত্রার মানও হ্রাস করতে বাধ্য হয়। ঔরঙ্গজেবের সময় মনসবদারি কাঠামো বিনষ্ট হয়।

1686 খ্রিঃ বিজাপুর ও 1687 খ্রিঃ গোলকোন্ডা জয় করে ঔরঙ্গজেব তা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে এবং ওই অঞ্চলের অভিজাতদের প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দাক্ষিণাত্যে দাগ প্রথা প্রযোজ্য ছিল না ঔরঙ্গজেবের আমলে হাজার জাটের উর্ধ্বে মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল 437 থেকে 575 জন। ঔরঙ্গজেব আকবরের মতই অনেক ধর্মীয় পণ্ডিত, হিসাবরক্ষক, লেখক চিকিৎসককে উচ্চ মনসব প্রদান করেছিলেন। Satish Chandra মনে করেন ঔরঙ্গজেবের সময়কালে মধ্যবর্তী ও ক্ষুদ্র মনসবদারদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। Athar Ali তাঁর Mughal Nobility Under Aurangzeb গ্রন্থে বলছেন যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল বাইরে থেকে আসা ইরানি ও তুরানী অভিজাতদের সংখ্যা কমতে থাকে। তুরানদের তুলনায় পারসিক ভাষাভাষী ইরানিদের সংখ্যা ছিল বেশি। তোর রাজত্বের শেষ কয়েকটি বছরে আফগান মনসবদার দের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আতহার আলী দেখাচ্ছেন যে একদিকে যেমন সুন্নি তুরানীদের প্রভাব ও সংখ্যা হারাচ্ছে তেমনি আফগান সুন্নি অভিজাতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার ইরানি ও তুরানি অভিজাত্দের ক্ষমতার লড়াই মুঘল দরবার কে দুর্বল করে তোলে। গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেব তার সাম্রাজ্য বিস্তারে হিন্দু রাজপুত মনসবদারদের সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর সময় জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ সাতহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন ছিলেন। জয়সিংহ মানসিংহের পর প্রথম রাজপুত যিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হন এবং যশোবন্ত সিংহ মালবের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ও যদুনাথ সরকার মনে করেন দাক্ষিণাত্য অভিযানের পর ঔরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন যার জন্য তার সময় হিন্দু মনসবদার দের সংখ্যা কমতে থাকে। Athar Ali গবেষণায় দেখাচ্ছেন 1628-58 সময় কালে অর্থাৎ শাজাহানের সময় হিন্দু মনসবদার ছিল 22.4% , 1658-1678 সময়কালে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ভাগে হিন্দু মনসবদার কমে দাঁড়ায় 21.6%, কিন্তু 1679-1707 সময়কালে ওরঙ্গজেব হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে করেন 31.6%। আসলে তার রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে দাক্ষিণাত্যে সামরিক তৎপরতার দরুন তিনি একদিকে যেমন মারাঠি হিন্দুদের মনসবদার দিচ্ছেন তেমনি রাজপুতদের মনসব পদের সংখ্যা হ্রাস করছেন।

উপসংহার: ঐতিহাসিক Athar Ali তাঁর Mughal Nobility Under Aurangzeb গ্রন্থে মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাততন্ত্র ও মনসবদারী ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Karl Wittfogel তাঁর Oriental Despotism গ্রন্থে মুঘল রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করেছেন। S.N.Eisenstadt তাঁর " The Political System of Empires"(1963) গ্রন্থে করছেন যে কেন্দ্রীয় শাসিত আমলাতন্ত্র ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। Stephen P. Blake তাঁর "The Patrimonial Bureaucratic Empire of the Mughal" প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক সময়ের ভারতীয় আমলাতন্ত্রের সাথে মুঘল আমলাতন্ত্রের একটি সামঞ্জস্য তুলে ধরেছেন। Max Weber এর Patrimonial Bureaucracy তত্ত্বর

ওপর ভিত্তি করে Blake মুঘল রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করছেন মুঘল আমলাতন্ত্র আধুনিক কালের ন্যায় স্বাধীন নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র ছিলনা। মুঘল শাসক নিজের পরিবারভুক্ত সদস্যদের বা খানজাদাদের দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চালাতেন। I.H.Qureshi, AL Srivastava, William Irvin প্রমুখরা মনে করেন মনসবদার রা কেবলমাত্র আমলা ও প্রশাসক কে ছিলেন শাসকদের সাথে তাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্ত Blake ও JF Richards মনে করে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও স্বার্থই শাসক ও মনসবদারদের মধ্যে আনুগত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্য কে যেমন একদিকে সুদৃঢ় করে তেমনি এই ব্যবস্থার অপেক্ষায় সাম্রাজ্যের পতনকে সূচিত করে। মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতা, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ, মনসবদারদের ওপর নির্ভরতা ইত্যাদি কারণে একই সাথে মনসবদারি ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। পরিশেষে বলা যায় কাগজে-কলমে এই প্রথা মুঘল যুগের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের কাল পর্যন্ত চলেছিল ততদিন অবশ্য এটি একটি মৃতপ্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ।

গ্রন্থপঞ্জি

1) Stephen P. Blake “The Patrimonial Bureaucratic Empire of the Mughal”(প্রবন্ধ)

2) A.J. Qaisar “Note on the date of institution of Mansab under Akbar” (প্রবন্ধ)

3) Shreen Moosvi “ The Evolution of the Manṣab System under Akbar Until 1596-97”

4) Irfan Habib “The Mansab System 1595-1637”

5) Athar Ali “Mughal Nobility Under Aurangzeb”(গ্রন্থ)

6) Abdul Aziz “The Mansabdari System and Mughal Army"(গ্রন্থ)

7) অনিরুদ্ধ রায় মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)